REG. NO. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

সম্পাদক—শ্রীশরচ্চন্দ্র পণ্ডিত।

৯ম বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ ২৮শে চৈত্র বুধবার ১৩২৯ ইংরাজী 11th April. 1923. | ৩৯শ সংখ্যা।

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদের সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ হাতে ১॥০ টাকা। নগদ মূল্য ৴২০ দুই পয়সা। যে সংখ্যায় নিলামী ইস্তাহারের বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হইবে তাহার নগদ মূল্য ৴০ এক আনা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়।

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৶০ আনা, তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵০ আনা, ছয় মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৴১০ আনা, এক বৎসর বা ততোধিক কালের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৴০ এক আনা হিসাবে। বড় স্থায়ী বিজ্ঞাপনের বিশেষ দর পত্র লিখিয়া স্বয়ং আসিয়া বা করিতে হয়। যাবতীয় চিঠি পত্র, মনিঅর্ডার ও বিনিময় সংবাদাদি নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

শ্রীশরচ্চন্দ্র পণ্ডিত, জঙ্গিপুর সংবাদ কার্য্যালয়, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

টাকার অষ্টোত্তর শতনাম।

শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনামের হাস্যোদ্দীপক অনুকরণ। মূল্য মাত্র ৴০ এক আনা। ৫ এক পয়সার ছয় খানা ডাক টিকিট পাঠাইলে ঘরে বসিয়া পাইবেন। পাইকারগণকে কমিশন দেওয়া হয়।

ম্যানেজার
জঙ্গিপুর সংবাদ অফিস।
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ।
(মুর্শিদাবাদ)

ডাঃ এন, এল, পালের
সুদর্শন সার।

(সর্ব্ববিধ জ্বরের অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র।)

দুই দিন সেবন করিলেই ফল বুঝিতে পারিবেন। বিশেষতঃ ম্যালেরিয়া জ্বরের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে সুদর্শন সার ব্যবহার করুন। প্লীহা ও যকৃত সংযুক্ত জ্বরে ইহা মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য করে। মূল্য প্রতি শিশি ॥৵০ আনা।

ডাঃ নন্দলাল পাল।
রঘুনাথগঞ্জ।

দর্পণ সাক্ষাতেই রমণীর সৌন্দর্য্য প্রতীয়মান হয়।
সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি কারকে কেশরঞ্জন অদ্বিতীয়।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল। গুণে বিশ্ববিজয়ী, ও প্রতিদ্বন্দী-বিহীন। এই কেশতৈল-প্লাবিত বঙ্গভূমে —বহুদিন হইতেই আমাদের কেশরঞ্জন একাধিপত্য করিয়া আসিতেছে। শ্রেষ্ঠগুণই ইহার কারণ।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল। প্রত্যেক প্রতিভাসম্পন্ন লোক, ইহাকে তাঁহাদের চিন্তাশীলতার ও মস্তিষ্ক-আন্দোলনের সহায় বলিয়া ভাবেন। এই জন্য জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, ব্যারিষ্টার উকীল, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সকলেই ইহার অনুরক্ত ভক্ত।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল। মহিলাকুলের সোহাগের অনুরাগ। কেশরঞ্জন বরবপুতে লেপন করিতে পারিলে, কেশরঞ্জন সিক্ত করিয়া বেণী বন্ধন করিতে পাইলে, তাঁহারা কৃতার্থমন্য হয়েন।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল। কেশ বৃদ্ধি করিতে, কেশের মসৃণতা সম্পাদনে, কেশস্খলন (টাক) নিবারণে, কেশের শুক্র মরামাস ও খুস্কি নিবারণে এবং অঙ্গের লাবণ্য ও মুখের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধিতে অতুলনীয়।

এক শিশি ১৲ এক টাকা; মাশুলাদি ৷৵০ ছয় আনা। তিন শিশি ২।০ দুই টাকা চারি আনা; মাশুলাদি ৸০ বার আনা ডজন ৯৲ নয় টাকা মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

অশোকারিষ্টের স্বল্প পরিচয়।

অশোকারিষ্ট স্ত্রীরোগের উৎকৃষ্ট মহৌষধ—রমণী কল্যাণকর মহারিষ্ট। স্ত্রীগুহ্যাঙ্গজাত ব্যাধিসমূহে ইহার আশ্চর্য্যশক্তি অসীম। অনেক সঙ্কটাপন্ন অথবা চিকিৎসক পরিত্যক্ত রোগিণীকে, ইহা শান্তি-স্বচ্ছন্দ আরোগ্য প্রদান করিয়াছে। "অশোকারিষ্ট" রমণীরক্ষক হয়—রমণীর রোগ বিদূরিত ও—আর বন্ধ্যা রমণী, বন্ধ্যাত্বের দারুণ নিরাশা-বন্ধন হইতে চিরবিমুক্ত হয়। "অশোকারিষ্ট" ব্যবস্থা করিয়া আমরা অনেক সম্ভ্রান্ত কুল-মহিলাকে কষ্টসাধ্য রমণী সুলভ সাংঘাতিক ব্যাধির কবল হইতে বিমুক্ত করিয়াছি। বাঙ্গালীর শান্তিময় সংসারের লক্ষ্মীরূপিণী রমণীদের রক্ষা করা যদি একটী পবিত্র ব্রত ও কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন, তবে তাঁহাদের রোগসংবাদ শ্রবণ মাত্রেই "অশোকারিষ্ট" লইয়া ব্যবহার করিতে দিন।

মূল্য প্রতি শিশি	...	১৷০ দেড় টাকা।
প্যাকিং ও ডাকমাশুল	...	৷৵০ নয় আনা।

হতাশের আশার কথা—বিনামূল্যে ব্যবস্থা।

মফঃস্বলের রোগিগণের অবস্থা অর্দ্ধ আনার টিকিটসহ আনুপূর্ব্বিক লিখিয়া পাঠাইলে, আমি স্বহস্তে ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি।

আমাদের ঔষধালয়ে তৈল, ঘৃত, আসব, অরিষ্ট, জারিত ও শোধিত ধাতুদ্রব্যাদি, এবং স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ, মৃগনাভি প্রভৃতি সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এণ্ড কোংর
আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।
১৮।১ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

হিলিংবাম

গত ২৯ বৎসরের পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রকার মেহ রোগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহৌষধ বলিয়া সমগ্র ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষের বাহিরের দেশ সকলেও পরিচিত, আদৃত ও বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে।

ইহার কারণ হিলিংবামের অসাধারণ উপকারিতা।

হিলিংবাম ১ মাত্রা হইতে ফল দেখা যায়। একদিনে মেহের জ্বালা যন্ত্রনা আরোগ্য করে। এক সপ্তাহে রোগ আরোগ্য করিয়া নষ্ট স্বাস্থ্য ফিরাইয়া দেয়। স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতীয় রোগীকে সম্পূর্ণ আরোগ্য করে।

হিলিংবাম রোগের জড় "গণোকোকাই" নষ্ট করে, তাই হিলিংবামে রোগ সারে, রোগ চাপা পড়ে না অথবা দিনে পুনরাক্রমন করিতে পায় না। এই কারণে অসংখ্য সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার হিলিংবামের পৃষ্ঠপোষক। দুই চার জনের নাম উল্লেখ করা গেল। ইঁহাদের সকলেরই সুখ্যাতি পত্র আমরা পাইয়াছি। আই, এম, এস,—কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত, এম, ডি, এম, এ; এফ, আর, সি, এস, ইত্যাদি লেঃ কর্ণেল এন, পি, সিংহ, এম, আর, সি, পি, এম,আর, সি, এস এতদ্ভিন্ন অসংখ্য প্রশংসাপত্র পূর্ণ তালিকা পুস্তক পাঠাই পত্র লিখুন।

মূল্য	প্রতি	বড় শিশি	৩৲
"	"	মাঝারি শিশি	২॥০
"	"	ছোট শিশি	১৸০

স্যাঙ্গো

স্বর্ণঘটিত সালসা—স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ। পারদ গরমী এবং যাবতীয় রক্তদুষ্টিতে অব্যর্থ।

আজকাল স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে অল্পবিস্তর সকলেই কষ্ট পাইতেছেন—তার উপর সম্মুখে গরম পড়িতেছে, এ সময়ে আমরা সকলকেই স্যাঙ্গো সেবন করিতে বলি। পারা, গরমী প্রভৃতি রক্ত দোষও স্যাঙ্গো সেবনে নিবারিত হয়; দেহ সতেজ হয়; রক্ত বৃদ্ধি হয়, দেহে নূতন জীবন, নূতন যৌবন সঞ্চার হয়। খোস, পাঁচড়া দাদ, অর্শ, কাউর, বাত আমবাত,সর্দ্দি কাশি সমস্তই স্যাঙ্গো সেবনে নিবারিত হয়।

স্ত্রীলোকের ঋতুর গোলযোগ, বাধক, দীর্ঘকাল ব্যাপী ঋতু,ঋতুকালীন জ্বালা ও ব্যথা সকল উপসর্গে স্যাঙ্গো যাদুমন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করে।

মূল্য প্রতিশিশি (১৬ দিনের উপযোগী) ২৲; ৩টী একত্রে ৫॥০
ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

আর, লগিন্ এণ্ড কোং
ম্যানুঃ—কেমিষ্টস্।
১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।
টেলিগ্রাম—"হিলিং", কলিকাতা।

ডাঃ কিশোরীমোহন সিংহ এম, বি,

চক্ষু চিকিৎসায় বিশেষজ্ঞ

—:০:—

মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল ও দ্বারভাঙ্গা সরকারি হাসপাতালের ভূতপূর্ব্ব লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক।

সর্ব্বপ্রকার চক্ষুরোগ চিকিৎসা

ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে চক্ষু পরীক্ষা করিয়া চশমার ব্যবস্থা ও ব্যবস্থানুযায়ী প্রকৃত চশমা সংগ্রহ করিয়া দিয়া থাকেন।

যাবতীয় দুর্ব্বোধ ও দুরারোগ্য ব্যাধি

রক্ত কফ প্রস্রাবাদি পরীক্ষা করিয়া

রোগ নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে ভ্যাক্সিন ও এণ্টিটক্সিন আদি ইনজেকসন ও ঔষধ প্রয়োগ করতঃ আরাম করেন।

চিকিৎসার্থী মফঃস্বলবাসীগণ—

কলিকাতা মহানগরীতে উপস্থিত হইয়া সুচিকিৎসকের সন্ধান করিতে বিশেষ বেগ পাইয়া থাকেন। তাঁহাদের অসুবিধা দূরীকরণের বিজ্ঞাপন এই দেওয়া হইল।

রোগী দেখা ও পরামর্শের সময় ও স্থান :—

প্রাতে ৭টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত—নিজ বাসাবাটী ৫০।৩ হরিশ মুখার্জ্জির রোড ভবানিপুর, কলিকাতা।

বৈকালে ৪টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত—মেডিকেল বোর্ডো

১৯৭ কর্নওয়ালিস ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ।

২৮শে চৈত্র বুধবার ১৩২৯ সাল।

জঙ্গিপুর মিউনিসিপালিটীর করবৃদ্ধি।

—:০:—

কলেরা বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক রোগ কোন সহরে বা গ্রামে দেখা দিলে যেমন তাহার অধিবাসীবর্গের মধ্যে আতঙ্ক দেখা যায় তেমনি জঙ্গিপুর মিউনিসিপালিটীর কর বৃদ্ধি হওয়ায় অধিকাংশ কর-দাতার মনে অসন্তুষ্টি সংক্রমিত হইয়াছে। কমিশনারগণের মধ্যে কেহ কেহ বলিতেছেন যে এই কর বৃদ্ধির বিষয় তাঁহারা অবগত নহেন। চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যান বাবুরাই এই কর বৃদ্ধি করিয়াছেন। অনেক করদাতার কর দ্বিগুণ এমন কি স্থান বিশেষে ত্রিগুণ করা হইয়াছে। করবৃদ্ধি নেহাৎ দরকার হইলে নিশ্চয়ই করিতে হইবে। কিন্তু করদাতাগণের অবস্থানুযায়ী করবৃদ্ধিই হইলে ভাল হয়না কি? যে মহল্লার কর বৃদ্ধি করিতে হইবে, সেই মহল্লার ওয়াকিবহাল প্রধান প্রধান মোড়ল মাতব্বরকে ডাকিয়া তাহাদের মতানুযায়ী করদাতাগণের কর বৃদ্ধি করাই ভাল হয় না কি? কর বৃদ্ধি করার সময় মিউনিসিপাল কর্ত্তৃপক্ষ তাহা বোধহয় করেন নাই। করিলে এত খোঁৎ খোঁতানি শুনিতে হইতনা। আমরা যতদূর জানি ত[াহা]তে [অ]নেকের করবৃদ্ধি অসঙ্গত হইয়াছে। [ক]রের কলম একবার ছাড়িলে তাহা রদ হওয়া সুকঠিন। তখন কর দিতে না পারিলে [ঘ]টী বাটি তুলিয়া আদায় হইবে। টানিয়া [ছা]ড়া দায় হইবে। যাহাতে করদাতাগণের কষ্ট না হয় তদ্বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষগণকে দৃষ্টি করার জন্য অনুরোধ করি। কারণ এই অবৈতনিক পদ চিরদিন থাকিবে না কিন্তু যে কলম মারিয়া যাইবেন তাহা রদ হইবে না। "ছভিক্ষম্পং শ্মরণং চিরায়ুঃ"। আপনারা সাধারণের প্রতিনিধি সাধারণের উপকারই আপনাদের ব্রত।

আত্মহত্যা।

—:০:—

গুড্ ফ্রাইডের দিন সন্ধ্যার সময় ইটালীর ২০নং ক্যানেল ষ্ট্রীটের ছাদের উপর বসিয়া ৩৫ বৎসর বয়স্ক এক এংলো ইণ্ডিয়ান যুবক মানসিক অশান্তিহেতু পিস্তলের সাহায্যে আত্মহত্যা করিয়াছে। মৃত দেহটী পুলিশ হস্তগত করিয়াছে।

জেলই ভাল।

—:০:—

এক পুরাতন পাপী মাত্র ২৮ বার সাজা পাইয়াছে। আবার তাহাকে ধরা হইলে সে বিচারকের নিকট বলে, সে ত সরকারেরই "গোলাম" তাহার ভার সরকারকেই নিতে হইবে। কাজেই বিচারক তাহাকে ছয় মাসের জন্য সরকারের জিম্মায় থাকিতে আদেশ দিয়াছেন। ইহাতে সে ব্যক্তি আনন্দে "হুজুর সালাম" বলিয়াছিল। এমন "গোলাম" বেশী জুটিলে জেল খানার সংখ্যা বাড়াইতে হইবে।

মেয়ে পকেট কাটা।

—:০:—

আশ্চর্য্য কাণ্ড—শেষে মেয়েরাও পকেট কাটা আরম্ভ করিল! কুঞ্জবিহারী মান্না হাওড়া ষ্টেষণে টিকিট করিতে গেলে, তাহার পকেট হইতে ১টি দুয়ানি বাঁধা একখানি রুমাল হারাইয়া যায়। এক কনষ্টেবল সন্দেহ ক্রমে তিন জন স্ত্রীলোককে গ্রেপ্তার করে—তাহাদের এক জনের নিকট নাকি ঐ দুয়ানি বাঁধা রুমাল খানি পাওয়া যায়। তাহাদের বিরুদ্ধে যথা রীতি মামলা আনা হইয়াছে।

কলহে ছুরিকাঘাত।

—:০:—

জোড়াবাগানের ৪র্থ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এ, জেড্ খানের নিকট অভিযোগ আসে যে মুস্তাফা খান বিবাদের সময় সেখ মহামুদ্দিনকে ছুরিকাঘাত করিয়াছে। বিচারে আসামীর ৬ মাস কারাদণ্ড হইয়াছে।

দীর্ঘজীবী বাঙ্গালী।

—:০:—

বঙ্গের বারভুঁইয়ার অন্তর্গত বিক্রমপুরের স্বনামধন্য চাঁদ রায়ের জনৈক বংশধর (ঢাকা) তাজপুর নিবাসী অভয়াচরণ ভৌমিক মহাশয় ১১৯ বৎসর বয়সে গত ২ রা চৈত্র তারিখে পরলোক গমন করিয়াছেন। এ দীর্ঘ বয়সে তাঁহার স্বাস্থ্য অতি সুন্দর ছিল। মৃত্যুর এক ঘণ্টা পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি বসিয়া গীতা শ্রবণ করিয়াছিলেন। গ্রামস্থ বহু নরনারী এ দীর্ঘজীবীর শবদেহ দেখিতে আসিয়াছিলেন। বাঙ্গালীর ভাগ্যে এরূপ সুস্থ শরীরে দীর্ঘ জীবন লাভ করা প্রায়ই ঘটে না।

গঙ্গাতীরের "সুপরি" গাছ।

—:০:—

আজ কাল দেশে "কচুরীপানার" কথা শুনা যাইতেছে, ইহা যে জলাশয়ে জন্মে তাহাকে একেবারে ঢাকিয়া ফেলে। এই কচুরীপানা বিনাশের নিমিত্ত আলোচনা গবেষণা হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ইহা নাকি মাকিন মুলুক হইতে আগত। তবে খাল, বিল ও পুকুরেই ইহার উৎপাত হইয়া থাকে। এখন আমরা আর এক প্রকার গুল্মজাতীয় বৃক্ষের কথা উল্লেখ করিতেছি। কয়েক বৎসরের মধ্যে এই সুপরী গাছগুলি ভাগীরথি তীরে নিজের খুব দখলিস্বত্ব জন্মাইয়া লইয়াছে। এই অযত্নসম্ভূত গাছগুলির বংশ বিস্তার দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। এই গাছগুলি অবশ্য স্রোতের সাহায্যেই ভাগীরথি তীরে আনীত হইয়াছে। ইহা যে স্থানে জন্মায় সে জায়গা একেবারে ঢাকিয়া ফেলে। এই সকল আগাছার নাম আমরা অনেককে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, কিন্তু কেহও চিনিতে পারেনা। এই সুপরী গাছগুলি এখন গঙ্গাতীর ছাড়িয়া নিম্নরাঢ় ও বাগড়ির দিকে ক্রমিক বিস্তার লাভ করিতেছে। আরও এই গাছগুলিকে যেন অমর বলিয়া বোধ হয়। এই 'সুপরী' কোথা হইতে আমদানী কেহ কি বলিতে পারেন? যাহা হউক ইহার যেরূপ দ্রুত বংশ বিস্তার দেখা যাইতেছে, তাহাতে এই 'সুপরী' কালে কৃষিক্ষেত্রের অন্যতম নূতন কণ্টক হইয়া না দাঁড়ায়?

ভ্রম সংশোধন।

—:০:—

মুদ্রাকরের ভ্রম প্রমাদ বশতঃ গত সংখ্যার "জঙ্গিপুর সংবাদে" চৌকী জঙ্গিপুরের এডিশনাল মুন্সেফী আদালতের নিলামের দিন ১৮ই এপ্রিলের স্থানে ১৯শে এপ্রিল হইয়াছিল। তাহা যতদূর সম্ভব লাল কালিতে কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে।

লর্ড লিটন ও স্যার আশুতোষ।

—:০:—

লর্ড লিটন ও স্যার আশুতোষের মধ্যে গত সপ্তাহে ভাইস্ চান্‌সালারি সম্বন্ধে যে পত্রাদি চলিয়াছিল তাহা সকলেই জানেন। ইহাতে স্যার আশুতোষ যেরূপ লর্ড লিটনের প্রশ্নের জবাব দিয়াছিলেন তাহা তাঁহার উচ্চ বংশ মর্য্যাদা, পদ মর্য্যাদা বিদ্যাবত্তা ও তেজস্বী ব্রাহ্মণের অনুরূপই হইয়াছে। গবর্ণরের শ্লেষপূর্ণ পত্রের ঠিক ও নির্ভীক জবাব দিতে এক স্যার আশুতোষ ভিন্ন আর কেহ কখনও পারিয়াছেন কিনা জানি না। লর্ড লিটনও জানিতেন যে ঠিক ঐরূপ ন্যায্য, সত্য ও কর্কশ প্রত্যুত্তর লিখিবেন এবং ইহার মধ্যে হয় ত তাঁহার কোন অভিসন্ধিও নিহিত ছিল। এই যে ঐহিক পরিবর্ত্তন জগতের মঙ্গলের জন্য। কিছুই এক ভাবে জগতে চিরকাল চলে না। যদি পৃথিবীতে পরিবর্ত্তন না থাকিত, তাহা হইলে ক্রমবিকাশ থাকিত না। সব এক যেয়ে রকমের হ'য়ে যেত এবং একাধিপত্য আসিয়া সকলের উপর যথেষ্ট প্রভুত্ব করিত। আশুতোষের সেই প্রভুত্ব অসহনীয় হইয়া উঠাতেই হয়ত, লর্ড লিটন স্যার আশুতোষকে নরম গরম পত্রখানি লিখিয়াছেন আশুতোষকে পদচ্যুত না করিয়া, যাহাতে তিনি স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া পরিত্যাগ করেন, তাহাই করা হইল। ইহাকেই বলে রাজনীতি। ভীমরুলের চাকে ঢিল না মেরে বুদ্ধি কৌশলে উহাকে জব্দ করাই শ্রেয়ঃ। ইহাই চাণক্যের কূটনীতি। লিটন নীতির পরিচয় ভালই দিলেন।

এ কথা সত্য যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শাসন সংরক্ষণে এইরূপ স্বতন্ত্রতা একমাত্র স্যার আশুতোষই দেখাইতে পারিয়াছেন। তাঁহার অসমসাহসিকতা, দণ্ড প্রতাপ এবং অপরিমেয় ভূয়োদর্শন দেখিয়া লর্ড লিটনও চমৎকৃত হইয়াছেন এবং সেই জন্য উত্তরে বলিয়াছেন যে, আপনি বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্য্যাদা এতদূর বর্দ্ধিত করিয়াছেন যে এখন এমন একজনকে নির্ব্বাচিত করিতে হইবে যেন তিনি আপনার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মান ভাজন হইতে সক্ষম হন।" যে ব্যক্তি তাঁহার জীবনের সারাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের হিতার্থে অতিবাহিত করিয়াছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের হিতসাধনই যাঁহার একমাত্র চিন্তা ছিল, যিনি এই বিশ্ব-ভারতী জননীর মান মর্য্যাদা প্রাণপণেও অক্ষুন্ন রাখিয়াছেন, আজ সে জননীর বক্ষ হইতে তাঁহার বীর সন্তানকে বিচ্ছিন্ন করিয়া যে অকল্যাণের নিদান হইবে, তাহা আর বলিতে হইবে না। আবার ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার বা চুণকামের জন্য যেন আশুতোষকে না ডাকিতে হয়।

নিলামের ইস্তাহার।

চৌকী জঙ্গিপুরের প্রথম মুন্সেফী আদালত।

নিলামের দিন ১৬ই এপ্রিল ১৯২৩।

—:০:—

৬৬৫ মনি ডিঃ অধরচন্দ্র মণ্ডল দেঃ প্রহ্লাদ চন্দ্র মণ্ডল দাবি ৮৭৸৶৬ পং গনকর মৌঃ সাহাজাদপুর ইস্তাহারের লিখিত সম্পত্তি নিলাম হইবে আঃ ১৭৲

নোটিস।

—:০:—

এতদ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জানান যাইতেছে যে, আমাদের খুড়িমাতা রঘুনাথগঞ্জ নিবাসী ৺গগন চন্দ্র সরকারের পত্নী শ্রীমতী সরোজিনী দাসীর দখলে যে সকল সম্পত্তি আছে তাহাতে তাঁহার বিক্রয়-যোগ্য কোন স্বত্ব নাই ও বিক্রয়ের কোন বৈধ কারণ নাই। তিনি হিন্দু বিধবা। আমরা ভাবি উত্তরাধিকারী কেহ তাঁহার নিকট কোন সম্পত্তি খরিদ করিলে উক্ত খরিদের দ্বারা আমরা বাধ্য হইব না ও উক্ত খরিদ পণ্ড ও অসিদ্ধ হইবে। ইতি সন ১৩২৯ সাল তারিখ ১৮ই ফাল্গুন।

শ্রীদুর্গাচরণ সরকার।
শ্রীশ্যামাচরণ সরকার।
শ্রীরাধা গোবিন্দ সরকার।
সাং রঘুনাথগঞ্জ।

জ্বরের করাল ছায়ায়

ম্রিয়মান হবে না। ম্যালেরিয়া, প্লীহা, যকৃৎ, কাস এবং অপরাপর সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন জ্বরের ভীষণ আক্রমণ হ'তে পরিত্রাণ করবে—

অমৃতাদি বটিকা

এই ঔষধের বিশেষত্ব, একবার অসুখ নিরাময় হ'লে পুনরাক্রমণের আশঙ্কা থাকে না—কুইনাইন ব্যবহারে আটকান জ্বরে ইহা আশু ফলপ্রদ। ব্যবহার বিধি সকল ও নির্ব্বাচিত নিয়মাদি প্রতি কৌটার সহিত থাকে।

৪৫ বটিকা পূর্ণ এক কৌটা ১৲ টাকা।

জবাকুসুম তৈল

গুণে অদ্বিতীয় গন্ধে অতুলনীয়

জবাকুসুম তৈল মস্তিষ্ক স্থির রাখে, মনকে প্রফুল্লিত করে, কেশের শোভা বর্দ্ধিত করে। এই সকল কারণে জবাকুসুম তৈল সকলের আদরণীয়। এই জন্যই জবাকুসুম তৈল কেশ তৈলের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। অনেক নকল ও অনুকরণ সত্ত্বেও কোন তৈলই তাহাকে শীর্ষস্থানচ্যুত করিতে পারে নাই।

১ শিশি ১৲ টাকা। ৩ শিশি ২॥০ ভিঃ পিতে ৩।০। ৬ শিশি ৫৲, ১২ শিশি ৯॥০, এক পোয়া শিশি ৩।০ টাকা, ১ গ্রোস ১০৮৲ ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

ক্ষুধাবতী

অম্লপিত্ত রোগির একমাত্র ভরসাস্থল।

ক্ষুধাবতী ঔষধ সেবনে অম্লপিত্ত রোগ শীঘ্রই দূরীভূত হয়। আকণ্ঠ ভোজনের পর একমাত্রা ক্ষুধাবতী সেবন করিলে তুলাতে অগ্নি সংযোগের ন্যায় গুরুপাক দ্রব্য ভস্মীভূত হইয়া যায়। অগ্নিতে জল সেকের ন্যায় বুকজ্বালা নিবারিত হয়।

১ শিশি ১৲ ভিঃ পিতে ১।৵০

কল্যাণ বটিকা

ধাতুদৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

কল্যাণ বটিকা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য ও তজ্জনিত স্বপ্নদোষাদি উপসর্গ ত্বরায় প্রশমিত হইয়া শরীরের কান্তি ও পুষ্টি বৰ্দ্ধিত হয়। কল্যাণ বটিকার গুণ অব্যর্থ ও স্থায়ী।

১ কৌটা ২৲ ভিঃ পিতে ২।০

সি কে সেন এণ্ড কোং লিমিটেড্

তারের ঠিকানা: "জিজীবিষার"

টেলিফোন নং: ২৭৬৮ কলি:

২৯ নং, কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কেন?

দীর্ঘ জীবন

লাভের উপায় নিরূপণকারী পুস্তক

"আমাদের জীবন দশা।"

পত্র লিখিলেই বিনামূল্যে ও বিনা মাশুলে প্রেরিত হয়।

বাজীকরণ তৈল।

আত্মকৃত শুক্রের অপব্যবহার স্নায়বিক ও শারীরিক গঠনের বিশেষ অনিষ্ট সাধন করে। তদ্ব্যতীত জননেন্দ্রিয়েও বিকৃতি আনয়ন করিয়া থাকে। এই সকল অবস্থায় বাহ্য-প্রয়োগে আমাদের "বাজীকরণ তৈল" অদ্বিতীয়, "ধ্বজভঙ্গ ও পুরুষত্ব হীনতার" অব্যর্থ মহৌষধ। ব্যবহারের দিন হইতে সুফল দেখিতে পাওয়া যায়। এক শিশি ব্যবহারেই রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। মূল্য— অর্দ্ধ তোলার শিশি ৫৲ মাত্র।

মনি তৈল।

সাজ সজ্জার প্রধান অঙ্গীয় ও বিলাসের শ্রেষ্ঠ দ্রব্য। কেশে মর্দ্দন করিলে কেশ সুচিক্কণ ও কোমল হয়। মুখের ব্রণ ও মেচেতা ইন্দ্রজালের ন্যায় নিঃশেষ করে। মস্তিষ্কের উপর ইহার শৈত্যগুণ বর্ণনাতীত।

মূল্য ৫ তোলার ১ শিশি ১৲।

চন্দ্রপ্রভা বটিকা।

ইহা সেবনে নূতন পুরাতন মেহ, মূত্র কৃচ্ছ, কোষবৃদ্ধি, অর্শ, শ্বেত ও রক্ত প্রদর এবং সূতিকা রোগ দূর হয়। ১৬ ষোল বটিকা পূর্ণ এক কৌটার মূল্য কেবলমাত্র ১৲ এক টাকা।

কবিরাজ—

মণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী।

আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ বৌবাজারষ্ট্রীট, কলিকাতা

ইলেক্ট্রিক সলিউসন্

মনুষ্যের জীবনধারণের প্রধান উপাদান বৈদ্যুতিক শক্তি বা তাড়িৎ। মানব দেহে বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিলে মনুষ্য নীরোগ ও দীর্ঘায়ু হয়, বৈদ্যুতিক শক্তির হ্রাস হইলেই মনুষ্যের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। যাহাতে মানবদেহের বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিয়া মনুষ্যকে নীরোগ ও দীর্ঘায়ু করে, তজ্জন্য আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেব এই ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা বৈদ্যুতিক ও রাসায়নিক বলে প্রস্তুত। ইহাতে প্রায় সমুদয় রোগই বৈদ্যুতিক বলে অতি অল্পক্ষণ মধ্যে আরোগ্য হইয়া থাকে। ধাতু দৌর্ব্বল্য, শুক্রের অল্পতা, পুরুষত্ব হানি, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, অর্শ, উদরাময়, কোষ্ঠবদ্ধতা, অম্লশূল, শিরঃপীড়া, সর্ব্বপ্রকার প্রমেহ, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, বাত, পক্ষাঘাত, পারদ সংক্রান্ত পীড়া, স্ত্রীলোকদিগের বাধক বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত-রক্ত প্রদর মূর্চ্ছা, হিষ্টিরিয়া, বালকদিগের ঘুংড়ি, বালসা সর্দ্দি, কাশি, প্রভৃতির পক্ষে ইহা মন্ত্রঃপূত মহৌষধ। ডাক্তারি কবিরাজী ও হাকিমী চিকিৎসায় যাঁহারা রাশি রাশি অর্থব্যয় করিয়াও সফলমনোরথ হন নাই, এই ঔষধে তাঁহারা নিশ্চয় সুফল প্রাপ্ত হইবেন। ইহার একমাত্রা সেবনে মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ, মনে আনন্দ ও স্ফূর্ত্তির সঞ্চার হয় এবং শরীর নববলে বলীয়ান হইয়া উঠে। একমাস ব্যবহারের প্রতি শিশি মাশুল বৃদ্ধি সমেত ১॥০ দেড় টাকা।

সোল এজেণ্ট—ডিঃ ডিঃ হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোঃ। কলিকাতা।

সুরমা

ফুলশয্যায় সুরমা।

আবার বিবাহের সময় আসিতেছে আবার বিধাতার বিধানে অনেক নরনারীর ভাগ্যলিপি সমসূত্রে আবদ্ধ হইবার মাহেন্দ্রক্ষণ আসিতেছে। মনে রাখিবেন বিবাহের তত্ত্বে, বর-কন্যের ব্যবহারের জন্য, ফুলশয্যার দিনে সুরমার বড়ই প্রয়োজন। ফুলশয্যার রাত্রে কোন বাড়ীর মহিলারা সুরমা ব্যবহার করিলে, ফুলের খরচ অনেক কম হইবে। "সুরমার" সুগন্ধে শত বেলা, সহস্র মালতীর সৌরভ গৃহকক্ষে ফুটিয়া উঠিবে। সমস্ত মঙ্গলকার্য্যেই "সুরমার" প্রচলন। বড় এক শিশি সুরমায় অর্থাৎ সামান্য ৸০ বার আনা ব্যয়ে অনেক কুলমহিলার অঙ্গরাগ হইতে পারে।

বড় এক শিশির মূল্য ৸০ বার আনা; ডাকমাশুল ও প্যাকিং ॥৶০ এগার আনা। তিন শিশির মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র; মাশুলাদি ১।৵০ এক টাকা পাঁচ আনা।

সোমবল্লী-কষায়।

আমাদিগের এই সালসা ব্যবহারে সকলপ্রকার বাত, উপদংশ, সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ, পারা-বিকৃতি ও যাবতীয় দুষ্টক্ষত নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। অধিকন্তু ইহা সেবন করিলে, শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও কৃশতা প্রভৃতি দূরীভূত হইয়া শরীর হৃষ্ট-পুষ্ট এবং প্রফুল্ল হয়। ইহার ন্যায় পারদদোষনাশক ও রক্তপরিষ্কারক সালসা আর দৃষ্ট হয় না। বিদেশীয়দিগের বিলাতী সালসা অপেক্ষা ইহা অধিক উপকারক। ইহা সকল ঋতুতেই বালক-বৃদ্ধ-বনিতাগণ নির্ব্বিঘ্নে সেবন করিতে পারেন। সেবনের কোনরূপ বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক শিশির মূল্য ১॥০ টাকা; ডাঃ মাঃ ও প্যাকিং ১৶০ এক টাকা তিন আনা।

জ্বরাশনি।

জ্বরাশনি—ম্যালেরিয়ার ব্রহ্মাস্ত্র। জ্বরাশনি—যাবতীয় জ্বরেই মন্ত্রশক্তির ন্যায় উপকার করে। একজ্বর, পালাজ্বর, কম্পজ্বর, প্লীহা ও যকৃৎঘটিত জ্বর, দ্বৈকালীন জ্বর, মজ্জাগত ও মেরুঘটিত জ্বর, ধাতুস্থ বিষমজ্বর, এবং মুখনেত্রাদির পাণ্ডুবর্ণতা, ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধতা, আহারে অরুচি, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, বিশেষতঃ কুইনাইন সেবনে যে সকল জ্বর আরোগ্য না হয়, সে সমস্তই এই ঔষধ সেবনে নিঃসন্দেহরূপে নিবারিত হয়। ইহার সহায়তায় যে কত নিরাশ রোগী নবজীবন লাভ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা, মাশুলাদি ১৶০ এক টাকা তিন আনা।

মিল্ক অব্ রোজ

ইহার মনোরম গন্ধ জগতে অতুলনীয়। ব্যবহারে ত্বকের কোমলতা ও মুখের লাবণ্য বৃদ্ধি পায়। ব্রণ, মেচেতা, ছুলি, ঘামাচি প্রভৃতি চর্ম্মরোগ সকলও ইহাদ্বারা অচিরে দূরীভূত হয়। মূল্য বড় শিশি ॥০ আট আনা, মাশুলাদি ।৶০ সাত আনা।

যাবতীয় কবিরাজি ঔষধ, তৈল, ঘৃত, মোদক, অবলেহ, আসব, অরিষ্ট, মকরধ্বজ, মৃগনাভি এবং সকলপ্রকার জারিত ধাতুদ্রব্য আমরা অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করিয়া, যথেষ্ট সুলভদরে বিক্রয় করিতেছি। এরূপ খাঁটি ঔষধ অন্যত্র দুর্লভ।

রোগিগণ স্ব স্ব রোগবিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে, আমরা অতি যত্নসহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি। ব্যবস্থা ও উত্তরের জন্য অর্দ্ধ আনার ডাক-টিকিট পাঠাইবেন।

কবিরাজ—শ্রীশক্তিপদ সেন।

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৯১২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, ট্রেটিবাজার, কলিকাতা।

১নং। দামোদর সুধা।ঃ—

মূল্য ॥৶০

ম্যালেরিয়া ও সর্ব্ববিধ পুরাতন জ্বরের মহৌষধ। মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

২নং বিনা অস্ত্রে আরোগ্য

অপেরীণ।ঃ—

বাগী, ফোঁড়া, ঠুন্‌কা, উরুস্তম্ভ, শীতলী ব্রণ, কাকবিড়ালী, পৃষ্ঠব্রণ এমন কি আব (Tumour) প্রভৃতি প্রথম অবস্থায় বাহ্য প্রয়োগে বসিয়া যাইবে, এবং বিলম্বে লাগাইলে আপনি ফাটিয়া যায়।

মূল্য ১৲ টাকা মাত্র, মাশুলাদি ॥০ আনা।

৩নং। স্পিরিট ক্যাম্ফর ঃ—ওলাউঠা (কলেরা) উদরাময় প্রভৃতি রোগের প্রথমাবস্থার অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ। মূল্য ।৶০ আনা একত্রে ৩ শিশি ১৲।

৪নং। একজিন ঃ— একজিমা বা কাউরের একমাত্র মলম। মূল্য ॥০ আনা।

ডাক্তার—বি, রায় এণ্ড কোং কেমিষ্টস্।

ফতেপুর, পোষ্ট গার্ডেন রীচ, কলিকাতা

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসে শ্রীশরচ্চন্দ্র পণ্ডিত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।